গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড,
রমনা, ঢাকা-১০০০।

চূড়ান্ত আদেশের সার-সংক্ষেপ

মামলা নং- ০১/২০২১

মামলার বিষয় : কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার।

মামলার ধারা : প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ।

চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ : ১৫/০১/২০২৪

অভিযোগকারী : জনাব এ.এস. এম শরিফুল সাইদ
হেড অব ফিন্যান্স
এম জি এইচ রেস্টুরেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড
জাহাঙ্গীর টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), ১০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

উপস্থিতঃ
অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী

(১) জনাব মাহবুব শফিক;
(২) জনাব সিফাত মাহমুদ;
(৩) জনাব পারভীন সুলতানা;
(৪) জনাব শিবলী মুহাম্মদ;
(৫) জনাব মোঃ আদনান রফিক।

প্রতিপক্ষ : ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড
নাভানা প্রিস্টন পেভিলিয়ন (লেভেল-৮), প্লট-১২৮, ব্লক-সিইএন, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২।

উপস্থিতঃ
প্রতিপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী

(১) জনাব কাজী এরশাদুল আলম;
(২) জনাব সুলতানা মুমতাজ।

কমিশন :
(১) জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
(২) জনাব সালমা আখতার জাহান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
(৩) জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
(৪) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

হেড অব বিজনেস, এম জি এইচ রেস্টুরেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড গত ২৭-১২-২০২০ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৬ (১) ও ১৬ (২) (ক) লঙ্ঘন করা হয়েছে। ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক আইন লঙ্ঘন করায় অভিযোগটি গ্রহণপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদনে অনুরোধ জানানো হয়। অভিযোগকারী কর্তৃক অভিযোগ দায়ের করার বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কারণগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়:

(১) এম জি এইচ রেস্টুরেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় নিবন্ধিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে উক্ত কোম্পানি সুনামের সাথে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এটি বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট চেইন Nandos এর একমাত্র ফ্রানচ্যাইজি ও পেয়ালা ক্যাফের স্বত্বাধিকারী। এই এমজিএইচ রেস্টুরেন্টস বর্তমানে নানডোস (Nandos) ও পেয়ালা ক্যাফে ব্র্যান্ডের নামে বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে।

(২) ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড অর্থাৎ অভিযুক্ত কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যা জার্মান ভিত্তিক ফুডপান্ডা জিএমবিএইচ এর অধীনস্থ কোম্পানি। অভিযুক্ত কোম্পানিটি বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে অনলাইন খাবার ডেলিভারির ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন খাবার ডেলিভারির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

(৩) এম জি এইচ রেস্টুরেন্টস তার পরিচালিত নানডোস ও পেয়ালা ক্যাফের খাবার অনলাইন ডেলিভারির জন্য অভিযুক্ত কোম্পানির সাথে গত ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে ০২ টি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে যেখানে অভিযুক্ত কোম্পানি নানডোস এর খাবার ১৫% এবং পেয়ালা ক্যাফের খাবার ১৮% কমিশনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিধির এলাকার মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে ডেলিভারি করতে সম্মত হয়।

(৪) বিগত ২৮/০৯/২০২০ তারিখে অভিযুক্ত কোম্পানি একটি ই-মেইল বার্তার মাধ্যমে এম জি এইচ রেস্টুরেন্টসকে নানডোসের কমিশন ১৫% থেকে বাড়িয়ে ২০% করবে জানালে এম জি এইচ রেস্টুরেন্টস বিগত ২৯/০৯/২০২০ তারিখে ই-মেইল বার্তার মাধ্যমে করোনার প্রভাবে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কথা তুলে ধরে কমিশন রেট না বাড়ানোর জন্য অভিযুক্ত কোম্পানিকে অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে বিগত ০১/১০/২০২০ ও ২০/১০/২০২০ তারিখে অভিযুক্ত কোম্পানি পুনরায় ই-মেইল বার্তার মাধ্যমে নানডোস ও পেয়ালা ক্যাফের কমিশন ১৫%ও ১৮% থেকে বাড়িয়ে যথাক্রমে ২০% ও ২২% করবে মর্মে ১৪ দিনের নোটিশ দেয় এবং বাড়তি কমিশন প্রদানে ব্যর্থ হলে অভিযুক্ত কোম্পানি তার ডেলিভারি রেডিয়াস ও ডেলিভারি সেবা কমিয়ে দেয়ার হুমকি প্রদান করে। এম জি এইচ রেস্টুরেন্টস উক্ত দাবী মানতে অস্বীকার করলে আলোচ্য চুক্তিপত্র বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্ত কোম্পানি ফুডপান্ডা এমজিএইচ রেস্টুরেন্টস কর্তৃক পরিচালিত নানডোস ও পেয়ালা ক্যাফের রেডিয়াস ও ডেলিভারি সেবা কমিয়ে দেয় এবং পরবর্তীতে তার অনলাইন ডেলিভারি সেবা প্রদান কার্যত: বন্ধ করে দেয়। অভিযুক্ত কোম্পানির এ জাতীয় বেআইনি ও অনৈতিক পদক্ষেপের কারণে এম জি এইচ রেস্টুরেন্টস এর ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অভিযুক্ত কোম্পানি কর্তৃক এম জি এইচ রেস্টুরেন্টসের খাবার ডেলিভারি রেডিয়াস ও ডেলিভারি সেবা কমানোর পূর্বের ও পরের বিক্রয় পার্থক্য নিম্নের ছকে তুলে ধরা হয়:

প্রতি মাসের প্রকৃত বিক্রয়				বিক্রয়
আউটলেট	সেপ্টেম্বর-২০	অক্টোবর-২০	নভেম্বর-২০ (তাং-১-১৮)	নভেম্বর-২০ (তাং-১৯-৩০)
নানডোস	১০০ (ইনডেক্স)	১০১	৭.৬	০.১৮
পেয়ালা	১০০ (ইনডেক্স)	৭৬	৯.৭	০

(৫) অভিযুক্ত কোম্পানি একইভাবে হার্টওয়ার্ল্ড রেস্টুরেন্টকেও ই-মেইলের মাধ্যমে কমিশন রেট ২০% থেকে বাড়িয়ে ২৮% করতে বলে এবং সকল পণ্যের মূল্য ২০% বাড়াতে বলে যাতে অভিযুক্ত কোম্পানি ক্রেতাকে ঠকিয়ে বেশি লাভ করতে পারে। এগিয়ে চলো, ফুড ব্লগার্স বিডি, ইন্সপায়ার বাংলাদেশ, দি পিজ্জা ডাইন, রাজ দরবার, ইমরান খানসহ বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ফেইজবুক পেজ ও ফেইজবুক আইডি থেকে অভিযুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ আরোপ করেন।

(৬) অভিযুক্ত কোম্পানি অনলাইন ফুড ইন্ডাস্ট্রির ডমিনেন্ট পজিশনে আছে, কারণ এটির মার্কেট শেয়ার ও অর্ডার সংখ্যা অন্যান্য খাবার ডেলিভারি কোম্পানির থেকে বহুগুণে বেশি এবং অভিযুক্ত কোম্পানির এই ডমিনেন্ট পজিশন আরো শক্তিশালী হয় যখন থেকে অভিযুক্ত কোম্পানির প্রধান প্রতিযোগী উবার ইটস বাংলাদেশে অনলাইন খাবার ডেলিভারি ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। অভিযুক্ত কোম্পানি তার এই ডমিনেন্ট পজিশন নিয়ে এম জি এইচ রেস্টুরেন্টসহ অন্যান্য রেস্টুরেন্টগুলোকে কমিশন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত চাপ প্রয়োগের পাশাপাশি তার অনলাইন পোর্টাল থেকে বের করে দিচ্ছে যাতে রেস্টুরেন্টগুলো ক্রেতা না পেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য অভিযুক্ত কোম্পানির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। অভিযুক্ত কোম্পানি বর্তমানে প্রায় ৫০০০ রেস্টুরেন্ট তাদের পোর্টালে রেজিস্ট্রিকরত: তাদের খাবার কমিশনের বিনিময়ে অনলাইন ডেলিভারি করছে। অনলাইন খাবার ডেলিভারি কোম্পানির মাধ্যমে এমজিএইচ রেস্টুরেন্টের মাসিক খাবার বিষয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

মাস	ফুডপান্ডা	পাঠাও ফুড	সহজ ফুড
আগস্ট-২০২০ থেকে অক্টোবর-২০২০	১০০ (ইনডেক্স)	৫.৮৫	৭.৫১

(৭) উপর্যুক্ত তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কোম্পানি অনলাইন খাবার ডেলিভারি ব্যবসায়ের ডমিনেন্ট পজিশনে আছে। কারণ অভিযুক্ত কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ও অর্ডার সংখ্যা অন্যান্য খাবার ডেলিভারি কোম্পানি থেকে বহুগুণ বেশি এবং ফুডপান্ডা জিএমবিএইচ এর অধীনস্থ কোম্পানি হওয়ায় এর অর্থনৈতিক ভিত্তিও মজবুত যা বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টগুলোর উপর অতিরিক্ত কমিশনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে হয়রানিসহ রেস্টুরেন্টগুলোকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। ডেলিভারি কমিশন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত কোম্পানির আরোপকৃত শর্তসমূহ প্রত্যক্ষভাবে অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক এবং এর ধারাবাহিকতায় এম জি এইচ রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত কোম্পানি কর্তৃক তার ডমিনেন্ট পজিশনের বেআইনি ব্যবহার এবং তার অনৈতিক ও বেআইনি দাবী বাধ্য করতে যে অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক শর্ত আরোপ করেছে তা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৬(১) ও ১৬(২)(ক) এর পরিপন্থি।

প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে কমিশনে সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান দল অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, 'বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা আইন, এর আলোকে অভিযোগের বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন পণ্য বা সেবা গ্রহণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে শতকরা কত কমিশনে কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করবেন এবং এরপর শতকরা কত কমিশনে সাধারণ গ্রাহকদের নিকট তা বিক্রি করবেন এতে একজন ক্রেতার পূর্ণ স্বাধীনতা বা এখতিয়ার রয়েছে। সেহেতু আনীত অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইনের কোন ব্যত্যয় হয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় না। তবে, অভিযোগকারীর শুনানি গ্রহণ করা যেতে পারে। অনুসন্ধান প্রতিবেদনের বিষয়ে কমিশনের ২০২১ সনের ১ম সভায় শুনানি হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করে এবং শুনানিঅন্তে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কমিশন কর্তৃক ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দল গঠন করা হয় । উক্ত তদন্ত দল ২৩/০৬/২০২১ তারিখ কমিশনে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। শুনানিকালে কমিশন কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয় এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিপালন হয় নি মর্মে পর্যবেক্ষণ প্রদান করাসহ পুনরায় ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে তদন্ত দল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার পর তদন্ত প্রতিবেদনের উপর উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনা হয় এবং অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তিতর্কের সমর্থনে লিখিত বক্তব্যও উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য এবং তাদের উপস্থাপিত কাগজপত্রাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড নামক অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম এর বাজারে কর্তৃত্বময় অবস্থান রয়েছে। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি অভিযোগকারী এম জি এইচ রেস্টুরেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর দুইটি রেস্টুরেন্ট, নানডোস ও পেয়ালা নামক রেস্টুরেন্ট এর খাবার ডেলিভারির ক্ষেত্রে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার করে অভিযোগকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠান দুটির ডেলিভারি রেডিয়াস কমিয়ে দিয়েছে। ফলে ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন ও বিজ্ঞ আইনজীবীর লিখিত ও মৌখিক যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে কমিশন নিম্নবর্ণিত আদেশ প্রদান করে।

আদেশঃ

সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনান্তে প্রতিপক্ষ (ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড) এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেডকে ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হলো এবং একই সাথে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

নির্দেশনা ১: রায় ঘোষণার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ২০ (গ) মোতাবেক দৈনিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা হিসাবে জরিমানা যোগ হবে।

নির্দেশনা ২: ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক সমঝোতা ব্যতীত একতরফাভাবে চুক্তিভুক্ত রেস্টুরেন্ট এর খাবার ডেলিভারি সংক্রান্ত রেডিয়াস কমিয়ে দেয়ার নীতি হতে বিরত থাকা।

নির্দেশনা ৩: ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক এর চুক্তিভুক্ত রেস্টুরেন্ট বা ব্যবসায়ী সহযোগীর উপর লিখিত বা অলিখিতভাবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা বা অন্য কোন ফুড এগ্রিগেটরকে খাবার সরবরাহ করা থেকে বিরত করার যে কোন ধরণের প্রয়াস হতে সতর্কতার সাথে বিরত থাকা।

নির্দেশনা ৪: ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড এর চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ নং ১.১.৭ এর প্রারম্ভে "In consultation with contracting party/parties" শব্দসমূহ যুক্ত করা।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
১৫/০১/২০২৪	১৫/০১/২০২৪	১৫/০১/২০২৪	১৫/০১/২০২৪
মোঃ হাফিজুর রহমান	সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান	সালমা আখতার জাহান	প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সদস্য	সদস্য	**সদস্য**	চেয়ারপার্সন

১৪/০১/২০২৪

নারাওয়াত মেহজাবীন
উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়র-সহকারী সচিব)
পরিচিতি নং-১৬৯২৮
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন